দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 14 MAR 1989
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

OC4

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঃ নির্বাচনী তৎপরতায় মুখর

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ১২ই মার্চ।—বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন নির্বাচনী তৎপরতায় মুখর হয়ে উঠেছে। ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে পদ বন্টন এবং প্যানেল তৈরির জল্পনা কল্পনা এখন বেশ জোরেশোরেই শুরু হয়েছে।

প্রায় দশ বছর পর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (বাকসু) এবং ৯টি হল সংসদের ১৯৮৭-৮৮ বর্ষের নির্বাচন আগামী ৫ঠা এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচন পরিষদের সিডিউল ঘোষণার পর পরই বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ব্যাপক নির্বাচনী তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী বাকসুর ১৫ জন প্রতিনিধিসহ মোট ১শ' ৪১ জন প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য এবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৫ঠা এপ্রিলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সাধুবাদ জানালেও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছে। গত বুধবার তারা উপাচার্য প্রফেসর মহাম্মদ আসাদুর রহমানকে দেয়া এক স্মারকলিপিতে জানান যে বাকসু নির্বাচন তারাও চাচ্ছেন কিন্তু নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের মতামতকে উপেক্ষা করেছে।

নির্বাচন কমিশনের একটি সূত্র জানায়, বাকসু নির্বাচনের তারিখ তারা ছাত্র সংগঠনসমূহের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই নির্ধারণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সকল দিক বিবেচনা করে সবচেয়ে সুবিধাজনক একটি সময়কেই বাকসু নির্বাচনের জন্য নির্ধারণ করেছে। এ সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান বাকসু নির্বাচনকামী কোন সংগঠনের জন্যই অসুবিধার হতে পারে না বলে সূত্রটি উল্লেখ করে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্বাচনী বাতাস যেভাবে বইতে শুরু করেছে তাতে মনে হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র সংগঠনই নির্বাচনে অংশ নিবে। তবে কে কিভাবে আসন্ন বাকসু এবং হল সংসদসমূহের নির্বাচনে প্যানেল তৈরি করবে তার আলোচনাই এখন বেশি শুনা যাচ্ছে। ডাকসু নির্বাচনের ন্যায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদগতভাবে যৌথ প্যানেল প্রদানের ব্যাপারে এখানেও নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির এখানে পৃথকভাবে প্যানেল তৈরির ইঙ্গিত দিয়েছে।

নির্বাচন পরিষদ ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী ২২শে মার্চ মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন। সকলের দৃষ্টি এখন এই দিনটির দিকে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদভুক্ত ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (সু-র), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মু-না) এবং

৩-এর পৃঃ দ্রঃ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(৭-এর পৃঃ পর)

জাতীয় ছাত্রলীগ এখানে যৌথ প্যানেল প্রদানে সম্মত হলে বাকসুর ১৫টি পদ তাদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর অবস্থান বিবেচনা করলে দেখা যায় যৌথ প্যানেলের প্রশ্নে এখনের ২/১টি বৃহৎ সংগঠন সম্মত না হলে সমঝোতার সম্ভাবনা কম। তবে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ বিষয়টিকে সহজ করে ফেলতে পারে বলে অনেকের ধারণা।